256227 - কোরবানী শরয়িতরে বধািন হওয়ার দললি-প্রমাণ এবং এ দললিগুলো কোরবানি ওয়াজবি হওয়া নর্িদশে করে; নাকি মুস্তাহাব হওয়া?

প্রশ্ন

আমি আপনাদরে ওয়বেসাইটে বদি্যমান কোরবানী সংক্রান্ত ফতোয়াগুলো পড়ছে।ি সগেুলোতে কোরবানীকে সুন্নত হসিবে উল্লখে করা হয়ছে।ে কন্িতু, এর পক্ষে জোরালো কোনে দললি ওয়বেসাইটে নইে। অনুগ্রহ করে আপনারা কোরবানী করা সুন্নত; ওয়াজবি নয়􏰀 এই মর্মে কছিু দললি কি উল্লখে করতে পারনে? বশিষেতঃ "যে ব্যক্তরি সামর্থ্য রয়ছে,ে কন্িতু কোরবানী করল না, সে যনে আমাদরে ঈদগাহরে নকিটবর্তী না হয়"[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদসি নং-৩১২৩] এ হাদসি সম্পর্কে কী বলবনে?

উত্তররে সংক্ষপি্তসার

সংক্ষপি্তসার:
এ মাসয়ালায় আলমেগণরে মতভদে ধর্তব্যযোগ্য। আমাদরে কাছে কোরবানী মুস্তাহাব হওয়ার অভমিতটইি অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হয়ছে।ে
সামর্থ্যবানদরে মধ্যে যারা কোরবানী করা বাদ দনে না তারা উঁচুমানরে তাকওয়া রক্ষা করনে। এটাই সতর্কতা ও শরয়ি দায়মুক্তরি ক্ষত্রেে অধকি নরািপদ; যমেনটি শাইখ উছাইমীনরে বক্তব্য আমরা পূর্বে পশে করছে।ি
যে ব্যক্তি এ বষিয়ে আরও জানতে আগ্রহী তনিি শাইখ উছাইমীন লখিতি "আহকামুল উযহয়ি্যা ওয়ায যাকাত" এবং শাইখ হুসামুদ্দীন আফাফা কর্তৃক রচতি "আল-মুফাস্সাল ফি আহকামলি উযহয়ি্যা" পড়তে পারনে। এ কতিাবে তনিি সহজ সরল কথায় চমৎকার লখিছেনে।
আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্িলাহ।.

এক:

এ মাসয়ালায় আলমেদেরে মাঝে মতভদে সুবদিতি। অধকিাংশ আলমে কোরেবানী করাকে সুন্নত মনে করনে; ওয়াজবি নয়।

হানাফি মাযহাবরে আলমেগণ ও এক বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদ ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মনোনীত অভমিত হচ্ছে সামর্থ্যবানরে জন্য কোরেবানী করা ওয়াজবি।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে:

অধকিাংশ আলমেদেরে অভমিত হচ্ছে কোরেবানী করা সুন্নত; ওয়াজবি নয়।

এটি আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), বলিাল (রাঃ), আবু মাসউদ আল-বদরি (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীর অভমিত হসিবেওে বর্ণতি আছে। এ অভমিত ব্যক্ত করছেনে: সুওয়াইদ বনি গাফালাহ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যবি, আলকামা, আল-আসওয়াদ, আতা, শাফয়েি, ইসহাক, আবু ছাওর ও ইবনে মুনযরি প্রমুখ আলমে। আর রাবআি, মালকে, ছাওরি, আল-আওযায়ি, আল-লাইছ ও আবু হানফিা এর অভমিত হচ্ছে এটি ওয়াজবি। যহেতেু আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হাদসিে এসছেে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তরি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বওে কোরেবানী করে না, সে যনে আমাদরে ঈদগাহরে নকিটবর্তী না হয়"। এবং মখিনাফ বনি সুলাইম থকেে বর্ণতি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "হে লোকেসকল! প্রত্যকে পরবিাররে উপর আবশ্যক হল প্রতি বছর একটা কোরেবানী ও একটা আতরিা দয়ো"।

আর আমাদরে দললি হল যে হাদসিটি ইমাম দারাকুতনী ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করছেনে। তনিি বলনে: "তনিটি আমল আমার উপর ফরয করা হয়ছে; সগেুলো তোমাদরে জন্য নফল"। অপর এক বর্ণনায় এসছে: "বতিরি নামায, কোরেবানী ও ফজররে দুই রাকাত সুন্নত"।

তাছাড়া যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি কোরেবানী করতে ইচ্ছুক এমতাবস্থায় যলিহজ্জরে (প্রথম) দশকে প্রবশে করছেে সে যনে চুল বা চামড়ার কোনে অংশ কর্তন না করে"।[সহহি মুসলমি] এ হাদসিে কোরেবানী করাকে 'ইচ্ছা'-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ছে। ওয়াজবি আমলকে ব্যক্তরি ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় না।[আল-মুগনি (১১/৯৫) থকেে সমাপ্ত]

দুই:

আলমেদেরে প্রত্যকে দল নজিদেরে মতরে পক্ষে একাধকি দললি পশে করছেনে। কনি্তু, কোনে দলরে দললিগুলোর সনদ সমালোচেনা মুক্ত নয় কংিবা দললি দান প্রক্রয়িাটা বতির্ক মুক্ত নয়। এখানে আমরা শুধু গুরুত্বপূর্ণ মারফু হাদসিগুলো

উল্লখে করব:

যারা কোরবানীকে ওয়াজবি বলনে তাদরে প্রথম হাদসি:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "যে ব্যক্তরি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বওে কোরবানী করে না, সে যনে আমাদরে ঈদগাহরে নকিটবর্তী না হয়"।[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১২৩)] হাদসি বশিারদ ইমামগণরে অনকেে এ হাদসিকে মারফু হাদসি হসিবেে মনেে ননেনে। বরং তারা এটাকে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তি হসিবেে হুকুম দয়িছেনে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী হসিবেে নয়।

বাইহাকী তার সুনান গ্রন্থে (৯/২৬০) বলনে: আমার কাছে আবু ঈসা তরিমযিি থকেে সংবাদ পৌঁছছেে যে, তনিি বলনে: সঠকি মতানুযায়ী এটি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তি। তনিি বলনে: জাফর বনি রাবআি ও অন্যান্য রাবীগণ এ হাদসিটকিে আব্দুর রহমান আল-আরাজ এর সূত্রে আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে মাওকুফ হাদসি (সাহাবীর বাণী) হসিবেে বর্ণনা করছেনে।[সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার বলনে: ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ হাদসিটি সংকলন করছেনে। সনদরে রাবীগণ সকলে ছকিাহ (নর্িভরযোগ্য)। কনি্তু, হাদসিটি কি মারফু হাদসি; নাকি মাওকুফ হাদসি এ নয়িে মতভদে রয়ছেে। মাওকুফ এর অভমিতটইি শুদ্ধতার অধকি নকিটবর্তী। ইমাম তাহাবী ও অন্যান্য হাদসিবদি এ কথা বলছেনে। এরপরওে হাদসিটি কোরবানী ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট দললি নয়।[ফাতহুল বারী (১২/৯৮) থকেে সমাপ্ত]

এ হাদসিকে মাওকুফ হাদসি হসিবেে অগ্রগণ্যতা দয়িছেনে: ইবনে আব্দুল বার্র, আব্দুল হক্ব তার 'আহকামুল উসতা' গ্রন্থে (৪/১২৭), আল-মুনযরিি 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব' গ্রন্থে, ইবনে আব্দুল হাদী 'আত-তানকীহ' গ্রন্থে (২/৪৯৮), দখেুন: সুনানে ইবনে মাজাহ এর মুহাক্ককিগণ কর্তৃক লখিতি টীকাসমূহ (৪/৩০৩)]

দ্বতিীয় হাদসি: আবু রামলা কর্তৃক মখিনাফ বনি সুলাইম থকেে বর্ণনাকৃত মারফু হাদসি: "হে লোকসকল! প্রত্যকে পরবিাররে উপর আবশ্যক হল প্রতি বছর একটা কোরবানী করা ও একটা আতরিা দয়ো"।[সুনানে আবু দাউদ (২৭৮৮), সুনানে তরিমযিি (১৫৯৬) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১২৫)]

আতরিা: প্রত্যকে রজব মাসে তারা একটা পশু জবাই করত। এটাকে 'রজবয়িয়া'ও বলা হত।

একদল আলমে এ হাদসিটকিে যয়ীফ (দুর্বল) বলছেনে। যহেতেু 'আবু রামলা' যার নাম হচ্ছে আমরে; অজ্ঞাত পরচিয়।

আল-খাত্তাবি বলনে: এ হাদসিটরি সনদ যয়ীফ (দুর্বল)। আবু রমলা লোকটি 'মাজহুল' (অজ্ঞাত পরচিয়)।[মাআলমিুস সুনান

(২/২২৬) থেকে সমাপ্ত]

আয়-যাইলাঈ বলেন: আব্দুল হক্ব বলেছেন: এর সনদ যয়ীফ (দুর্বল)। ইবনুল কাত্তান বলেছেন: এ হাদিসের ইল্লত বা সমস্যা হল— 'আবু রমলা' যার নাম হচ্ছে— আমের; এ রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকা। কারণ এ ব্যক্তিকে শুধু এ সনদেই পাওয়া যায়। তার থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আউন।[নাসবুর রাইয়া (৪/২১১) থেকে সমাপ্ত]

আর যারা কোরবানী করাকে মুস্তাহাব বলেন তারাও একাধিক মারফু হাদিস দিয়ে দলিল দেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দুইটি হাদিস; যে হাদিসদ্বয় ইবনে কুদামা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম হাদিস: ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তিনটি আমল আমার উপর ফরয; তোমাদের জন্য নফল: বিতির, কোরবানী ও সালাতুত দোহা"।[মুসনাদে আহমাদ (২০৫০) ও সুনানে বাইহাকী (২/৪৬৭)]

এ হাদিসটিকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একদল আলেম যয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন। ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: "এ হাদিসের সনদের কেন্দ্র হচ্ছে— আবু জানাব আল-কালবি এর উপর। তিনি বর্ণনা করেছেন ইকরিমা থেকে। আবু জানাব আল-কালবি— 'যয়ীফ' (দুর্বল) ও 'মুদাল্লিস' এবং এ সনদে তিনি عن (অমুক থেকে) শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন। ইমামদের অনেকে এ হাদিসকে যয়ীফ বলেছেন। যেমনটি বলেছেন: ইমাম আহমাদ, ইমাম বাইহাকী, ইমাম ইবনুস সালাহ, ইমাম ইবনুল জাওযি, ইমাম নববী ও অন্যান্য ইমামগণ।[আত-তালখিসুল হাবীর (২/৪৫) থেকে সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত) আরও দেখুন: (২/২৫৮)]

দ্বিতীয় হাদিস: উম্মে সালামা (রাঃ) এর হাদিস যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোরবানী করতে ইচ্ছুক এমতাবস্থায় যিলহজ্জের (প্রথম) দশকে প্রবেশ করে সে যেন চুল বা চামড়ার কোন অংশ কর্তন না করে"।[সহিহ মুসলিম (১৯৭৭)]

ইমাম শাফেয়ি বলেন: "কোরবানী করা যে, ওয়াজিব নয় এ হাদিসটি তার দলিল। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "ইচ্ছুক"। তিনি বিষয়টিকে "ইচ্ছা"-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যদি কোরবানী করা ওয়াজিব হত তাহলে তিনি বলতেন: সে যেন কোরবানী করা অবধি চুলে হাত না দেয়"[আল-মাজমু (৮/৩৮৬) থেকে সমাপ্ত]

কিন্তু, এ দলিল দান প্রক্রিয়া সমালোচনা মুক্ত নয়। কারণ ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করাটা ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে কোন দলিল নয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"আমার মতে, ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করাটা ওয়াজবি হওয়াকে নাকচ করে না; যদি ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে অন্য দলিল পাওয়া যায়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীকাতের ক্ষেত্রে বলছেনে: "এ মীকাতগুলো তাদের জন্য যারা এ স্থানগুলোতে বসবাস করে কিংবা অন্য স্থানের অধিবাসীদের যারা এ স্থানগুলোর উপর দিয়ে গমন করে, যারা হজ্জ ও উমরা পালনে ইচ্ছুক"। এ হাদিসে ইচ্ছা শব্দের উল্লেখে থাকলেও অন্য দলিল দিয়ে হজ্জ ও উমরা ওয়াজবি হওয়ার পথে এটি প্রতিবন্ধক হয়নি। যেহেতু সামর্থ্যহীন ব্যক্তির কোরবানী করার ইচ্ছা থাকে না; তাই সকল মানুষকে কোরবানী করতে ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক এ দুইভাগে ভাগ করা সঠিক হয়েছে। এটি সামর্থ্য থাকা ও না-থাকার দৃষ্টকিোণ থেকে।[আহকামুল উযহিয়িা ওয়ায যাকাত, পৃষ্ঠা-৪৭)]

সারকথা: যে হাদিসগুলো দিয়ে কোরবানী ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে দলিল দেয়া হয় সেগুলো সমালোচনা মুক্ত নয়; যদিও কোনো কোনো আলমে সেসব হাদিসের কোনটিকে 'হাসান' বলছেনে।

আর যে হাদিসগুলোতে কোরবানী মুস্তাহাব হওয়ার দলিল রয়েছে সনদের দিক দিয়ে সে হাদিসগুলো আর বেশি যয়ীফ (দুর্বল)।

এ কারণে শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'আহকামুল উযহিয়িা ওয়ায যাকাত' পুস্তিকার শেষে বলছেনে: "এই হচ্ছে আলমেদের অভিমত ও তাদের দলিলাদি। ইসলামে কোরবানীর মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসব উল্লেখে করলাম। এ সংক্রান্ত দলিলগুলো প্রায় সমমানের। তাই সতর্কতা হচ্ছে সাধ্য থাকলে কোরবানী করা বাদ না দেওয়া। কেননা কোরবানীর মধ্যে আল্লাহ্‌র মহত্ব ও স্মরণ রয়েছে। এবং এতে বান্দার দায় নিশ্চিতিভাবে মুক্ত হয়।[সমাপ্ত]

তিনি:

কোরবানী করা ওয়াজবি না হওয়ার অভিমতকে দুইটি জিনিসি মজবুত করে:

১. আদি দায়মুক্তি: যেহেতু কোরবানী ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে সংঘর্ষমুক্ত কোনো দলিল পাওয়া যায়নি তাই মূল অবস্থা হল কোরবানী ওয়াজবি না হওয়া।

শাইখ বিন বায বলনে: সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কোরবানী করা সুন্নত; ওয়াজবি নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা-কালো রঙের দুটো ভেড়া দিয়ে কোরবানী করছেনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পরে সাহাবায়ে কেরামও কোরবানী করছেনে। এভাবে তাদের পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহ কোরবানী করছে। কিন্তু,

শরয়ি দলিলে এমন কিছু পাওয়া যায় না যা প্রমাণ করে যে, কোরবানী করা ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব বলার অভিমত দুর্বল।[মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায (১৮/৩৬)]

২. সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত সহিহ আছারগুলো:

আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা কোরবানী করতেন না; না জানি মানুষ কোরবানী করাকে ওয়াজিব ভাবে এটাকে অপছন্দ করে।

ইমাম বাইহাকী 'মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার' গ্রন্থে (১৪/১৬, নং- ১৮৮৯৩) আবু সারিহা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "আমি আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) কে পেয়েছি। তারা দুইজন আমার প্রতিবেশি ছিলেন। তারা দুইজন কোরবানী করতেন না।"

এরপর বাইহাকী বলেন: আমরা সুনান গ্রন্থে সুফিয়ান বিন সাঈদ আস্-ছাওরির হাদিস বর্ণনা করেছি, যা তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং মুতার্‌রিফ-এর হাদিস বর্ণনা করেছি এবং ইসমাইল-এর সূত্রে শাবী-এর হাদিস বর্ণনা করেছি। তাদের কারো কারো হাদিসে রয়েছে যে, লোকেরা তাদের দুইজনকে অনুকরণ করার ভয়ে।

[আরও দেখুন: আস্-সুনান আল-কুবরা (৯/৪৪৪)]

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৮/৩৮৩) বলেন: পক্ষান্তরে, আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছারটি ইমাম বাইহাকী ও অন্যান্য আলেমগণ 'হাসান' সনদে বর্ণনা করেছেন।[সমাপ্ত]

হাইছামী বলেন: এ আছারটি তাবারানী 'আল-কাবির' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ আছারের সনদের রাবীগণ সকলে সহিহ হাদিসের রাবী।[মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৪/১৮) থেকে সমাপ্ত; শাইখ আলবানী 'আল-ইরওয়া' (৪/৩৫৪) আছারটিকে সহিহ বলেছেন]

বাইহাকী (৯/৪৪৫) তার নিজস্ব সনদে আবু মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও কোরবানী করি না এই ভয়ে যে, আমার প্রতিবেশীরা মনে করবে, কোরবানী করা আমার উপর অপরিহার্য।[আলবানী 'আল-ইরওয়া গ্রন্থে এ আছারটিকেও সহিহ বলেছেন]